বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৬-২০১৭

জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাধীনতার মহান স্থপতি বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনায় দেশ ও জনগণের নিরাপত্তা ও সেবা নিশ্চিত করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জননিরাপত্তা বিভাগ ও সুরক্ষা সেবা বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ জননিরাপত্তা বিভাগ-এর উদ্যোগে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের কার্যক্রম সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত।

বর্তমান সরকার রূপকল্প ২০২১ এবং ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়ন এবং সুশাসন সংহতকরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এজন্য একটি কার্যকর এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য। জননিরাপত্তা বিভাগ টেকসই উন্নয়ন এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছে। বার্ষিক প্রতিবেদনে জননিরাপত্তা বিভাগ ও এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার কর্মকান্ডকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অত্র বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার এবং তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের জননিরাপত্তা বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রথমবারের মতো সংকলন করা হয়েছে। ফলে এ সংকলনটির তাৎপর্য অনেক বেশি। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যপূরণ, শুদ্ধাচার কর্মকৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, উদ্ভাবনী চর্চা, সিটিজেন চার্টার, সেবা-পদ্ধতি সহজীকরণ, নিরাপত্তা কার্যক্রমের সচিত্র প্রতিবেদন ইত্যাদি বিষয় সংকলনটিতে তুলে ধরা হয়েছে। আমি মনে করি এ সংকলন থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ আগামী দিনগুলোতে আরও বেশি উৎসাহ নিয়ে কাজ করবেন এবং বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিজেদেরকে আরও দক্ষ ও উপযোগী করে গড়ে তুলবেন।

আমি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আসাদুজ্জামান খাঁন, এম.পি

সচিব
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জননিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কর্মকাণ্ড সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পেরে আমি আনন্দিত।

জননিরাপত্তা বিভাগের মূল অভিলক্ষ্য "নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গঠন"। দেশের সকল জনগণের শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন নিশ্চিত করাই এ বিভাগের প্রধান লক্ষ্য। দেশের নাগরিক, রাষ্ট্রীয় সম্পদ, স্থল ও সমুদ্রসীমা সুরক্ষা, সন্ত্রাস দমন এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার নিশ্চিতকরণে জননিরাপত্তা বিভাগ আইনী কাঠামোর মধ্য দিয়ে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রামপ্রতিরক্ষা বাহিনী, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-এর তদন্ত সংস্থা তাদের কার্যক্রম দক্ষতার সাথে পরিচালনা করে যাচ্ছে। এ সকল অধিদপ্তর/সংস্থার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের জন্য নীতি প্রণয়ন, কর্মকাণ্ড পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে জনসাধারণকে উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এ বিভাগ বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশ বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হয়েছে। দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে উন্নয়নের গতিধারাও অব্যাহত থাকে।

বার্ষিক প্রতিবেদন একটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের প্রতিচ্ছবি। এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়/বিভাগ সম্পর্কে সকল নাগরিক একটি সামগ্রিক ধারণা পেয়ে থাকেন। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে জননিরাপত্তা বিভাগ ও এর অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থাসমূহের সার্বিক কর্মকাণ্ডের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে; যার মাধ্যমে এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থাসমূহের সাম্প্রতিক সময়ের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন ও উন্নয়ন, কার্যক্রম ও দায়িত্বপালন সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ধারণা পাওয়া যাবে।

এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা কর্মচারীগণকে এবং তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য দপ্তর/সংস্থাসমূহকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আহ্বায়কের কথা

অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে জননিরাপত্তা বিভাগ অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ লক্ষ্যে জননিরাপত্তা বিভাগ ও আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ সরকারের অগ্রাধিকারমূলক বিষয়সমূহকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদানপূর্বক স্ব স্ব কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে, যার লক্ষ্য জনসাধারণের সার্বিক নিরাপত্তা বিধান, জীবনমানের উন্নয়ন ও প্রদেয় সেবাসমূহের সহজীকরণ। বার্ষিক প্রতিবেদন একটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রমের একটি সংকলিত রূপ। এর মাধ্যমে জননিরাপত্তা বিভাগ ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমের একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেমন সম্ভব তেমনি এর ভিত্তিতে সরকারের সূচিত উন্নয়ন-অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রমসমূহ, যেমন-রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন, একসেস-টু-ইনফরমেশন (a2i), কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS), ব্লু-ইকনমি, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ, উদ্ভাবনী কার্যক্রমসহ সমসাময়িক অন্যান্য জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়সমূহের কার্যকর বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম বলে আমি বিশ্বাস করি। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭ গ্রন্থনার কাজে জননিরাপত্তা বিভাগের একটি টিম নিরলসভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সন্নিবেশনায় আমাকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা প্রদান করেছে। এজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

এ মহতী কর্মযজ্ঞের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরে আনন্দিত ও সম্মানিত বোধ করছি। পরিশেষে এ কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ মশিউর রহমান

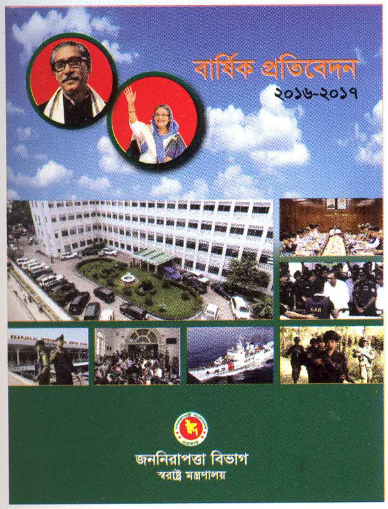

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭

জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

	বিষয়সূচি	পৃষ্ঠা
	জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০১
	বাংলাদেশ পুলিশ	২৯
	র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)	৫৯
	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	৭৭
	বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড	৯৭
	বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী	১১১
	ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার	১৩৫
	তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুন্যাল	১৪৩

জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

১.১ পটভূমি

স্বাধীনতা-উত্তর সময় থেকেই দেশের অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা, জননিরাপত্তা ও সীমান্ত সুরক্ষা সর্ম্পকিত কার্যাবলি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছে। জননিরাপত্তা ও সুরক্ষা সেবা সর্ম্পকিত কার্যাবলি অধিকতর সুচারুরূপে সম্পাদনের লক্ষ্যে ২০১৭ সালের ১৯ জানুয়ারি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দু'টি পৃথক বিভাগে বিভক্ত হয়ে জননিরাপত্তা বিভাগ ও সুরক্ষা সেবা বিভাগ নামে পৃথকভাবে কার্যক্রম শুরু করেছে।

জননিরাপত্তা বিভাগ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ, যা দেশের অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, সীমান্ত সুরক্ষা ও জনগণের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্বে নিয়োজিত। এ বিভাগের অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন নিশ্চিত করা। এ বিভাগ তার আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা যথাক্রমে বাংলাদেশ পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা-এর মাধ্যমে কার্যসম্পাদন করে থাকে। এ বিভাগ এর কর্মপরিধির আওতায় দেশের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার লক্ষ্যে বিচারিক ও নির্বাহী আদেশ প্রতিপালন, গোয়েন্দা কার্যাবলি এবং স্থল ও জলসীমা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত। একটি দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো দেশের আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখা। দেশের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে জননিরাপত্তা বিভাগ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। জনসাধারণের সার্বিক নিরাপত্তা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সম্পাদিত জননিরাপত্তা বিভাগের কার্যক্রম বাংলাদেশের সার্বিক অগ্রযাত্রা ও টেকসই উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ১৬-এর সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১.২ ভিশন

নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ।

১.৩ মিশন

- ❖ জননিরাপত্তা বিষয়ক আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন;
- ❖ আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে জননিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিতকরণ;
- ❖ বাংলাদেশের সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ।

১.৪ প্রধান কার্যাবলি

- ❖ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার সাথে সম্পর্কিত আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- ❖ কৌশলগত গোয়েন্দা কার্যাবলি পরিচালনা;
- ❖ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করে বিচারিক তদন্ত সম্পাদন এবং আইনানুগ প্রসিকিউশন দাখিল ও আদালতের আদেশ বাস্তব
- ❖ সীমান্ত টহল কার্যক্রম ও সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ;
- ❖ সন্ত্রাস ও উগ্রবাদ দমনে আর্ন্তজাতিক সংস্থাসমূহের সংগে সম্মিলিত কার্যক্রম গ্রহণ;
- ❖ জনরিাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যগণের জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;
- ❖ জননিরাপত্তা সর্ম্পকিত দায়িত্বে নিয়োজিত সংস্থাসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র, সরঞ্জাম ও রসদ সংগ্রহকরণ।

১.৫ কৌশলগত পরিকল্পনা

টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ ও যথাযথ জননিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে একটি আধুনিক জননিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

১.৬ জননিরাপত্তা বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. দেশে শান্তি, শৃঙ্খলা ও আইনের শাসন জোরদারকরণ;
২. সীমান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ;
৩. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জঙ্গী কার্যক্রম রোধে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;
৪. দেশের জলসীমা সংলগ্ন সীমান্ত টহল ও নিরাপত্তা জোরদারকরণ;
৫. বিজ্ঞানভিত্তিক তদন্ত ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন;
৬. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগ জোরদারকরণ;
৭. মানবসম্পদ উন্নয়ন

১.৭ জননিরাপত্তা বিভাগের কার্যাবলি

১. সন্ত্রাস দমন, গোয়েন্দা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
২. আইন-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
৩. সীমান্ত সুরক্ষা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কার্যক্রম;
৪. জঙ্গী কার্যক্রম দমনে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে সম্মিলিত/কার্যক্রম গ্রহণ;
৫. যুদ্ধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে রুজুকৃত মামলার ভিকটিম ও সাক্ষিদের নিরাপত্তা বিধান; এবং
৬. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দেশের সাথে লিয়াজো রক্ষা ও চুক্তি সম্পাদন।

১.৮ Allocation of Business অনুযায়ী জননিরাপত্তা বিভাগের দায়িত্বাবলি

1. Security and Intelligence, Police, Armed Police, Railway Police, Port Police, Border Security Force, National Militia and Para Military Forces.
2. Law and order.
3. Administration of B.C.S. (Police).
4. Administration of B.C.S. (Ansar).
5. Administration of Border Guard Bangladesh.
6. Internal security matters relating to public security arising out of dealing and agreements with other countries, INTERPOL.
7. Preventive detention.
8. Proescription of books and publications.
9. Security measures of the Bangladesh Secretariat.
10. Arms Act.
11. Police Commission.
12. Police Awards.
13. Border Security.
14. Anti-Smuggling and related matters.
15. Administration of funds raised by public subscription or donations lying dormant.
16. Control of carnivals, fairs, melas, gambling, betting, etc.
17. The Control of Disorderly and Dangerous Persons (Goondas) Act.
18. Forensic Laboratory.
19. Civil Uniform Rules.
20. War Injuries Scheme and War Injuries Compensation Insurance.
21. Gallantry Awards and decorations in respect of forces under its control.
22. Matters relating to the emergency provisions of the Constitution (other than those related to financial emergency).
23. National festivals.
24. Political pensions.
25. Prevention from the bringing into Bangladesh of undesirable Literature under Customs Act.
26. Poisons.
27. Offences against laws with respect to any of the matters dealt with in this Division.
28. Administration of Explosive Substance Act and Explosive Act.
29. Security and Protection of VVIPs/VIPs.
30. The Official Secret Act.
31. Secretariat administration including financial matters allotted to this Division.
32. Administration and control of subordinate offices and organisations under this Division.
33. Coast Guard.
34. Lawful Tele-Communication Interception and Monitoring according to the Bangladesh Tele-Communication Act.
35. Liaison with International Organisations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to sub jects allotted to this Division.

36. All Laws on subjects allotted to this Division.
37. Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Division.
38. Fees in respect of any of the subjects allotted to this Division except fees taken in Courts.
39. Proclamation of Emergency and revocation of Emergency. 141A
40. Suspension of enforcement of Fundamental Rights 141C(1)"; during Emergency.

(গ) উপরি-উক্ত Rules-এর SCHEDULE V-এর "MINISTRY OF HOME AFFAIRS" শিরোনামের পরিবর্তে "PUBLIC SECURITY DIVISION" শিরোনাম প্রতিস্থাপিত হইবে।

১.৯ জননিরাপত্তা বিভাগের জনবল

পদের নাম	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদে সংখ্যা
সচিব	০১	০১	-
অতিরিক্ত সচিব	০১	০৮	-
যুগ্মসচিব	০৫	০৭	-
উপসচিব	১২	১৭	-
উপপ্রধান	১	১	-
সিনিয়র সহাকারী সচিব (সচিবের একান্ত সচিব)	১	১	-
সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	৩১	৭	২৪
সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান	২	১	১
সিস্টেম এনালিস্ট	০১	-	০১
প্রোগ্রামার	০১	-	০১
সহঃ প্রোগ্রামার	০২	১	০১
সহকারী মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	০১	-	০১
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১	০১	-
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৩১	১৬	১৬
ব্যক্তিগত কর্মকতা	২০	০৮	১১
সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১	-	০১
সহকারী গ্রন্থাগারিক	০১	-	০১
সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	১৬	১০	৬
হিসাবরক্ষক	০১	-	০১
ক্যাশিয়ার	০১	০১	-
কম্পিউটার অপারেটর	০৬	০১	০৫
অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৯	১৮	০১
ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর	১	১	-
অফিস সহায়ক	৪২	৩১	১১
সর্বমোট	১৯৯	১৩১	৮২

36. All Laws on subjects allotted to this Division.
37. Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Division.
38. Fees in respect of any of the subjects allotted to this Division except fees taken in Courts.
39. Proclamation of Emergency and revocation of Emergency. 141A
40. Suspension of enforcement of Fundamental Rights 141C(1)"; during Emergency.

(গ) উপরি-উক্ত Rules-এর SCHEDULE V-এর "MINISTRY OF HOME AFFAIRS" শিরোনামের পরিবর্তে "PUBLIC SECURITY DIVISION" শিরোনাম প্রতিস্থাপিত হইবে।

১.৯ জননিরাপত্তা বিভাগের জনবল

পদের নাম	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা
সচিব	০১	০১	-
অতিরিক্ত সচিব	০১	০৮	-
যুগ্মসচিব	০৫	০৭	-
উপসচিব	১২	১৭	-
উপপ্রধান	১	১	-
সিনিয়র সহাকারী সচিব (সচিবের একান্ত সচিব)	১	১	-
সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	৩১	৭	২৪
সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান	২	১	১
সিস্টেম এনালিস্ট	০১	-	০১
প্রোগ্রামার	০১	-	০১
সহঃ প্রোগ্রামার	০২	১	০১
সহকারী মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	০১	-	০১
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১	০১	-
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৩১	১৬	১৬
ব্যক্তিগত কর্মকতা	২০	০৮	১১
সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১	-	০১
সহকারী গ্রন্থাগারিক	০১	-	০১
সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	১৬	১০	৬
হিসাবরক্ষক	০১	-	০১
ক্যাশিয়ার	০১	০১	-
কম্পিউটার অপারেটর	০৬	০১	০৫
অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৯	১৮	০১
ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর	১	১	-
অফিস সহায়ক	৪২	৩১	১১
সর্বমোট	১৯৯	১৩১	৮২

১.১০ জননিরাপত্তা বিভাগের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে অর্জনসমূহ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন এমপির নেতৃত্বে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ১৯.০১.২০১৭ তারিখে এ মন্ত্রণালয় বিভক্ত করে জননিরাপত্তা বিভাগ ও সুরক্ষা সেবা বিভাগ নামে দু'টি বিভাগ গঠন করা হয়। জনাব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন গত ২৬/০৮/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ হতে জননিরাপত্তা বিভাগের সচিবের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত করার লক্ষ্য অর্জনে স্থিতিশীল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিশ্চিত করার কোন বিকল্প নেই। দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে মানুষের বসবাসযোগ্য একটি নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ ও এর আওতাধীন অধিদপ্তর / সংস্থাসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের অব্যাহত উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার প্রয়োজনে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক রাখতে সরকার সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে এবং ইতোমধ্যে জঙ্গিবাদ ও চরমপন্থীদের দমন, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি প্রতিরোধ, যুদ্ধাপরাধী ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার, ২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলার বিচারসহ বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর মামলার বিচার নিশ্চিত করার জন্য নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সীমান্তে মানব পাচার ও চোরাচালানরোধসহ দেশকে মাদকমুক্ত করতে জননিরাপত্তা বিভাগ অঙ্গীকারাবদ্ধ। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ এবং ভিশন ২০২১কে সামনে রেখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহকে শক্তিশালীকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

১.১১ আইন প্রণয়ন

জানুয়ারি ২০০৯ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত সময়ে জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেশের জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে মোট ১৮টি নতুন আইন প্রণয়ন, সংশোধন ও যুগোপযোগী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে সিলেট মহানগরী পুলিশ আইন ২০০৯ (২০০৯ সনের ২৩নং আইন), বরিশাল মহানগরী পুলিশ আইন ২০০৯ (২০০৯ সনের ২৪নং আইন), জাতির পিতার পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা আইন (২০০৯ সনের ৬৩নং আইন), বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন ২০১০ (২০১০ সনের ৬৩নং আইন), ব্যাটালিয়ন আনসার (সংশোধন) আইন ২০১০ (২০১০ সনের ৪৬নং আইন), কোস্টগার্ড অধিদপ্তর কর্মকর্তা ও কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা ২০১০, মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২ (২০১২ সনের ৩নং আইন), সন্ত্রাসবিরোধী আইন ২০০৯ (সংশোধনী/২০১২) ও (সংশোধনী/২০১৩)।

ইতোমধ্যেই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত বিভিন্ন বাহিনীকে অধিকতর কার্যকর ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জনকল্যাণমুখী এসব প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব বহুবিধ এবং সার্বজনীন। বর্তমানে বাংলাদেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের মধ্যে বিদ্যমান সমন্বয় অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে গভীরতর। আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসরণে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের আইন-শৃঙ্খলা কমিটিসমূহ যথাসময়ে গঠিত হওয়ায় এবং নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হওয়ায় সারাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করা সম্ভব হয়। ঈদ-উল ফিতর, ঈদ-উল আযহা ও দুর্গাপূজাসহ বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও নিরাপদে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সক্রিয় ভূমিকার কারণে এ সময়ে রমজান মাসে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য ছিল সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে।

অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় বর্তমানে ঈদের সময় মানুষের বাড়িতে ফেরা ও কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তন অনেকটা ছিল নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন। প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর আন্তরিক প্রচেষ্টা ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের ফলে যানযটের তীব্রতাও সহনীয় পর্যায়ে। বিশেষ করে বিগত দু'টি ঈদে মানুষ পরিবার পরিজনের সাথে আনন্দঘন পরিবেশে ঈদের ছুটি উপভোগ শেষে যানজটমুক্ত পরিবেশে নিরাপদে কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তন করেছে।

সীমান্তে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করায় কোরবানির পশুর চামড়া পাচার হতে পারেনি। ডিজেল ও রাসায়নিক সার সীমান্ত পথে পাচার না হওয়ায় কৃষি উৎপাদনে এর ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।
স্বাধীনতাবিরোধীদের ধ্বংসাত্মক ও জীবননাশী কর্মকাণ্ডের সময় রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে আনসার বাহিনীর সদস্যদের মোতায়েন করার ফলে রেলপথে নাশকতার ঘটনা উলেখযোগ্য হারে হ্রাস পায়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর সংঘটিত সহিংসতা ও হামলার ঘটনা মোকাবিলায় প্রতিটি জেলায় জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার এবং র‍্যাব, বিজিবি ও গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে কোর কমিটি গঠন করা হয়।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে গঠিত জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ এবং প্রতিকার কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জঙ্গিবাদবিরোধী উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি গ্রহণ, জঙ্গিবাদবিরোধী ডকুমেন্টারি, শর্টফিল্ম, বিজ্ঞাপন চিত্র নির্মাণ ও প্রচার এবং মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তকে অপ্রাসঙ্গিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত না করা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী সফল অভিযানের মাধ্যমে জঙ্গিবাদের সাথে জড়িত মূল ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে এর মূলোৎপাটন করা হয়েছে। এছাড়াও গত ২০/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ দেশে জঙ্গিবাদের অর্থের উৎস অনুসন্ধান কার্যক্রম আরও জোরদার এবং এ কার্যক্রমে অধিকতর সমন্বয়ের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীকে সভাপতি করে ২১ সদস্যবিশিষ্ট একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। উক্ত টাস্কফোর্সের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন ও জঙ্গি সংগঠনসমূহের অর্থের উৎস অনুসন্ধান বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১.১২ বিভিন্ন দেশের সাথে সফর বিনিময় ও দ্বিপাক্ষিক সভা

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রতিবেশী দেশসহ আন্তর্জাতিক বিশ্বের সাথে কূটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তরিক-ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ভারতের সাথে নিম্নবর্ণিত সফর বিনিময় ও দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয় ।

১.১৩ বাংলাদেশ-ভারত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সভা

বাংলাদেশ-ভারত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পর্যায়ের ৫ম সভা গত ২৭-২৯ জুলাই ২০১৬ তারিখে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশের পক্ষে জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১২ সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব প্রদান করেন। অপর পক্ষে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন ভারতের মানীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব রাজনাথ সিং।

১.১৪ বাংলাদেশ-ভারত স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের সভা

বাংলাদেশ-ভারত স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের ১৮তম সভা গত ৫-৬ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশের পক্ষে জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক খান, সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১১ সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব প্রদান করেন। অপরপক্ষে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন Shri Rajiv Mehrishi, Union Home Secretary.

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের বৃহত্তম প্রতিবেশী হিসেবে ভারতের সাথে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পর্যায়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন-ভিসা, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, চোরাচালান, অবৈধ অনুপ্রবেশ, মাদক পাচার, অস্ত্র চোরাচালান, সীমানা নির্ধারণ, সীমান্ত হত্যাকাণ্ড, সন্ত্রাসী কার্যকলাপসহ দু'দেশের সীমান্ত সমস্যাসমূহের সমাধানকল্পে বাংলাদেশ ও ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ও সচিব পর্যায়ে প্রায় নিয়মিত সভাসহ উভয় দেশের মধ্যে Joint Working Group (JWG) সভা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

বর্তমান সরকারের সফল কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে প্রতিবেশী দেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাথে সন্ত্রাসবাদ দমনসহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইস্যুতে একাধিক সমঝতা স্মারক ও চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক অনুবিভাগের আওতাধীনে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে নিম্নবর্ণিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তিসমূহ স্বাক্ষরিত হয়।

গত ১৪ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে চীনের রাষ্ট্রপতি H.E. Xi Jinping বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে উভয় দেশের মধ্যে Memorandum of Understanding between the Ministry of Public Security of the People's Republic of China and the Ministry of Home Affairs of the People's Republic of Bangladesh on Strengthening Cooperation in Counter Terrorism শিরোনামে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ পক্ষে সমঝোতা স্মারকটিতে স্বাক্ষর করেন জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক খান, সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। অপর দিকে, চীনের পক্ষে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশস্থ চীনের মাননীয় রাষ্ট্রদূত Mr. Ma Mingqiang. এ চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ দমনে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।

গত ৭-১০ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে SOP for Providing Security and Logistics Support To BGB for Construction of BOPs in Chittagong Hill Tracts, Bangladesh শিরোনামে একটি SOP স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ পক্ষে SOP টিতে স্বাক্ষর করেন জনাব আবুল হোসেন, এনডিসি, পিএসসি, মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ অপর দিকে, ভারতের পক্ষে স্বাক্ষর করেন K K Sharma, IPS Boder Security Force, India. এ SOP স্বাক্ষরের ফলে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে ভারতের ত্রিপুরা ও মিজোরাম রাজ্য সংলগ্ন বেশ কিছু দুর্গম এলাকায় ভারতের রাস্তা ও ভূখণ্ড ব্যবহার করে বিওপি নির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের যানবাহন ও শ্রমিক চলাচল নিশ্চিতকরা সম্ভব হবে। ফলশ্রুতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে দুর্গম এলাকায় নজরদারী বৃদ্ধি করে অবৈধ অনুপ্রবেশের ঘটনা রোধসহ চোরাচালান প্রতিরোধে অধিকতর সফলতা আনা সম্ভব হবে।

১.১৫ গোয়েন্দা তৎপরতা

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের মধ্যে বিদ্যমান সমন্বয় অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে গভীরতর। জানুয়ারি ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত সময়ে আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির মোট ০৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের আইন-শৃঙ্খলা। কমিটিসমূহ যথাসময়ে গঠিত হওয়ায় এবং নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হওয়ায় সারাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করা সম্ভব হয়। ঈদ-উল ফিতর, ঈদ-উল আযহা ও দুর্গাপূজাসহ বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও নিরাপদে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সক্রিয় ভূমিকার কারণে এ সময়ে রমজান মাসে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য ছিল সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে।

অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় বিগত পাঁচ বছরে ঈদের সময় মানুষের বাড়িতে ফেরা ও কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তন ছিল অনেকটা নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন। প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর আন্তরিক প্রচেষ্টা ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের ফলে যানজটের তীব্রতাও ছিল সহনীয় পর্যায়ে। বিশেষ করে বিগত দু'টি ঈদে মানুষ পরিবার পরিজনের সাথে আনন্দঘন পরিবেশে ঈদের ছুটি উপভোগ শেষে যানজটমুক্ত পরিবেশে নিরাপদে কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তন করেছে।

সীমান্তে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করায় কোরবানির পশুর চামড়া পাচার হতে পারেনি। ডিজেল ও রাসায়নিক সার সীমান্ত পথে পাচার না হওয়ায় কৃষি উৎপাদনে এর ইতিবাচক প্রভাব পরিলিক্ষিত হয়েছে।

স্বাধীনতা বিরোধীদের ধ্বংসাত্মক ও জীবননাশী কর্মসূচির সময় রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে আনসার বাহিনীর সদ্যস্যদের মোতায়েন করার ফলে রেল পথে নাশকতার ঘটনা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পায়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর সংঘটিত সহিংসতা ও হামলার ঘটনা মোকাবিলায় প্রতিটি জেলায় জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার এবং র‍্যাব, বিজিবি ও গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে কোর কমিটি গঠন করা হয়। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী সফল অভিযানের মাধ্যমে জঙ্গিবাদের সাথে জড়িত মূল ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে এর মূলোৎপাটন করা হয়েছে।

১.১৬ জাতীয় পর্যায়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন

সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর নেতৃত্বে জাতীয় পর্যায়ে মানব পাচারবিরাধী আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি নিয়মিত দ্বিমাসিক সভা করে কাজ করেছে। এছাড়া জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়েও মানব পাচার প্রতিরোধে (Counter Trafficking Committee) কমিটি কাজ করেছে। কমিটি নারী ও শিশু পাচার রোধ এবং সকল ধরনের মানব পাচার বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, পাচারকৃত ব্যক্তিদের উদ্ধার এবং পুনর্বাসনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মানব পাচারের ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তিসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম তরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে নিয়োজিত। এর ফলে বাংলাদেশের মানব পাচারবিরোধী কর্মকাণ্ডে এক নতুন গতির সঞ্চার হয়েছে।

১.১৭ সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় কমিটি

সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে মানব পাচার প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট ১৪ মন্ত্রণালয়, দপ্তর, অধিদপ্তর এবং বেসরকারি আর্ন্তজাতিক ও দেশীয় এনজিও প্রতিনিধিদের নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে একটি কমিটি রয়েছে। এই কমিটি প্রতি দুই মাস পর পর নিয়মিত সভা করে। বেসরকারি সংস্থাগুলো স্থায়ীভাবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানব পাচার প্রতিরোধে কোন সমস্যা হলে সভায় আলোচনা করে তা নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সরকারি কোন নীতিমালা বাস্তবায়নে সমস্যা সৃষ্টি হলে তা নিরসনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এ যাবৎ এই কমিটি ৮৯টি সভা করেছে। এ কমিটি মানব পাচার দমন আইন-২০১২ এর ইংরেজি অনুবাদ প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছে। এছাড়া বিধিমালা (১) "মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন বিধিমালা- ২০১৭" (২) "জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা বিধিমালা- ২০১৭" (৩) "মানব পাচার প্রতিরোধ তহবিল বিধিমালা-২০১৭" প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বিধিমালা সমূহের ইংরেজি অনুবাদ এর কার্যক্রম চলমান আছে।

১.১৮ মনিটরিং সেল গঠন

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স এবং প্রত্যেক জেলার পুলিশ সুপার কার্যালয়ে মনিটরিংসেল গঠন করা হয়েছে। মানব পাচারবিরোধী কর্মকাণ্ডে বিশেষত পাচার সংক্রান্ত অপরাধের দ্রুত বিচারে এসব সেল বিশেষভাবে কাজ করে আসছে। মানব পাচার সংক্রান্ত মামলা মনিটরিং কমিটি পুনর্গঠিত হয়েছে এবং মামলাসমূহ দ্রুত (পর্বভিত্তিক) নিষ্পত্তির জন্য আইন ও বিচার বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

১.১৯ পাচারকৃত নারী ও শিশু উদ্ধার সংক্রান্ত (আর, আর, আর, আই) টাস্কফোর্স

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে মানব পাচার প্রতিরোধ বিশেষতঃ নারী ও শিশু পাচার এবং ভিকটিম উদ্ধার, প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন (আর, আর, আর, আই) সংক্রান্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের নেতৃত্বে বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি, আর্ন্তজাতিক সংস্থা এবং জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ বাংলাদেশ) এর সমন্বয়ে একটি টাস্কফোর্স রয়েছে, যা অদ্যাবধি মানব পাচার রোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। মানব পাচারের শিকার ভিকটিমদের উদ্ধার, নিজ দেশে প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া যথাযথ ও ফলপ্রসূ করার জন্য মন্ত্রণালয়ে একটি শক্তিশালী ও কার্যকর (RRRI) Taskforce সেল কাজ করছে। এ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান এতদসঙ্গে সংযুক্ত হলো। (সংলাপ-ক)।

১.২০ (RRRI) টাস্কফোর্সের কার্যক্রমসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল

(ক) উদ্ধারকৃত পাচারের শিকার নারী ও শিশুদের যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণের জণ্য একটি ডাটাবেইজ পরিচালনা করা।

(খ) শিশুবান্ধব সেবাসমূহ এবং সহযোগিতা প্রদানের জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী বিশেষতঃ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে পুলিশ, বিজিবি, কোস্টগার্ড, সিআইডি সদস্যবৃন্দকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

(গ) ভিকটিমদের উদ্ধার ও প্রত্যাবাসনের জন্য বিভিন্ন গন্তব্য রাষ্ট্রসমূহ বিশেষতঃ ভারতের সাথে মানব পাচার রোধ সংক্রান্ত দ্বি-পাক্ষিক বিষয়ে সভা অনুষ্ঠান।

(ঘ) ভারতে উদ্ধারকৃত ভিকটিমদের নিজ দেশে দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রত্যাবাসনের জন্য বিভিন্ন আইনানুগ প্রক্রিয়া সহজতর করার লক্ষ্যে Standard Operating Procedure (SOP) প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Memorandum of Understanding (MoU) প্রস্তুত ও স্বাক্ষরিত।

(ঙ) ভিকটিমদের নিজ ও গন্তব্য দেশ হতে উদ্ধার, নিরাপদ প্রত্যাবাসনের ও পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন সরকারি/ বেসরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন।

(চ) উদ্ধারকৃত ভিকটিমদের প্রত্যাবাসনের জন্য নাগরিকত্ব যাচাই-বাছাইপূর্বক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নিজ দেশে ফেরত আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ছ) প্রত্যাবাসী ভিকটিমদের পুনঃপাচার রোধ এবং সামাজিকভাবে একীভূত করার লক্ষ্যে সরকারি ও বিভিন্ন সংস্থার অংশগ্রহণে জীবন-জীবিকা আয়ে সহায়তা প্রদান করা।

১.২১ মানব পাচার প্রতিরোধে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত টাস্কফোর্সের দ্বি-পাক্ষিক সভার বিবরণ

বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পর্যায়ে নারী ও শিশু পাচার রোধ, উদ্ধার ও প্রত্যাবাসনের কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত একটি টাস্কফোর্স গঠনের লক্ষ্যে ২০০৬ সালে স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য এ পর্যন্ত মোট ৫টি দ্বি-পাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সর্বশেষ দ্বি-পাক্ষিক সভাটি ২০১৫ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পাচারকৃত ভিকটিমদের সত্বর প্রত্যাবাসনের কাজ সম্পন্ন করা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়। এছাড়া Coordinated Border Management Plan (CBMP) অনুসারে BGB এবং BSF কর্তৃক বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ সীমান্তবর্তী প্রবেশ-পথে যৌথ মহড়া অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১.২২ পাচারের শিকার নারী ও শিশুর প্রত্যাবাসনে বাংলাদেশ ও ভারতের ক্ষেত্রে প্রজোজ্য আদর্শ কর্মপরিচালনা পন্থা (SOP)

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভিকটিমদের নিজ দেশে গ্রহণে/প্রেরণে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, উন্নয়ন সংস্থা এবং অধিকারকর্মীদের জন্য পালনীয় একটি আদর্শ কর্মপরিচালনা পন্থা প্রস্তুত করেছে। এই কর্মপন্থায় ভিকটিমদের চিহ্নিতকরণ, উদ্ধার, প্রত্যাবাসন এবং পুনঃএকত্রীকরণের জন্য আট রকমের কর্মপন্থা অবলম্বন করা হয়। বিশদভাবে বলা যায়, ভিকটিমদের চিহ্নিতকরণ ও উদ্ধারের সাথে সাথে তাদের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা, প্রশাসনিক প্রক্রিয়া, প্রত্যাবাসনের অনুমতি, প্রত্যাবাসন এবং ভিকটিমদের প্রত্যাবাসিত দেশে গ্রহণ এসব বিষয়ে পালনীয় নিয়ম এবং কর্মোপযোগী পন্থা বা কার্যপদ্ধতি দেয়া হয়েছে এই কর্মপন্থায়। উল্লেখ্য, নতুন করে Child Protection and Monitiring প্রকল্পের আওতায় www.cpmpsd.gov.bd নামে আর.আর.আর.আই টাস্কফোর্সের একটি ওয়েবসাইট হয়েছে।